মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্কীকরণ

التَّحْذِيرُ مِنْ خَطَرِ الْمُخَدِّرَاتِ وَالْمُسْكِرَاتِ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ، وَزَيَّنَهُ بِالْعَقْلِ وَشَرَّفَهُ بِالإِيمَانِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَمَرَنَا بِالْبِرِّ وَالإِحْسَانِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَعَنْ كُلِّ مَا يَضُرُّ بِالْعُقُولِ وَالْأَبْدَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ بِالْبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أُولِي الْفَضْلِ وَالْعِرْفَانِ، وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ عَلَّامَ السَّرَائِرِ، فَإِنَّ تَقْوَاهُ أَفْضَلُ مَا أُعِدَّ لِلْيَوْمِ الْآخِرِ، يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، يَوْمَ لَا تَنْفَعُ الْأَمْوَالُ وَلَا الذَّخَائِرُ، يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ [البقرة: ١٩٧].

সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বুদ্ধিমত্তা (বিবেক) দিয়ে সুশোভিত করেছেন এবং ঈমানের আলো দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি আমাদের সৎকর্ম ও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদের পাপাচার, অবাধ্যতা ও এমন প্রতিটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন—যা মানুষের বুদ্ধি ও শরীরের ক্ষতিসাধন করে।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল; যিনি সত্য পথ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা সালাত, সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন তাঁর ওপর, তাঁর মর্যাদা ও প্রজ্ঞাবান পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের ওপর, তাবেয়ীগণের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের সবার ওপর।

অতঃপর:

হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যিনি অন্তরের সব গোপন রহস্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। নিশ্চয়ই তাঁর ভয় (তাকওয়া) অবলম্বন করাই হলো পরকালের জন্য প্রস্তুত করা সর্বোত্তম পাথেয়। সেই দিন (কেয়ামত) অত্যন্ত নিকটবর্তী, যেদিন (ভয়ে) প্রাণ ওষ্ঠাগত

হয়ে কণ্ঠনালীর কাছে চলে আসবে; যেদিন কোনো ধন-সম্পদ কিংবা জমিয়ে রাখা পুঞ্জীভূত সামগ্রী কোনো উপকারে আসবে না।

যেমনটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

"আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ করো, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া (আল্লাহভীতি)। হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।" (সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৭)

১. মানব সভ্যতার আধুনিক মহামারী: মাদক ও নেশার নীল দংশন

হে আল্লাহর বান্দাগণ!

বর্তমান মানবজাতি কতশত মুসিবত, বিপর্যয়, ফিতনা ও মরণব্যাধির মুখোমুখি হচ্ছে—যা মানুষের শক্তি-সামর্থকে ক্ষয় করে দিচ্ছে, সমাজের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে, নৈতিক মূল্যবোধকে তছনছ করছে এবং বিপুল ধন-সম্পদ ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে! নিশ্চয়ই এই সমস্ত বিপর্যয় ও মারাত্মক ব্যাধিগুলোর মধ্যে অন্যতম শীর্ষ ও বিপজ্জনক ব্যাধি হলো—মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের (মুসকিরাত ও মুখাদ্দিরাত) ভয়াল থাবা।

২. সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি বিনষ্টকারী ব্যাধি: মাদকাসক্তি:

বর্তমান সময়ে এই মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সারা বিশ্বের জাতিসমূহ ও সরকারগুলোর জন্য অন্যতম প্রধান চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি কতশত সমাজকে যে বিপর্যস্ত করে তুলেছে! আর এই মাদকের কারণেই সমাজে নানাবিধ অপরাধ, খুন, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি ও পাপাচার জ্যামিতিক হারে ছড়িয়ে পড়ছে।

৩. মাদকের বহুমুখী ক্ষতি: দ্বীন, বিবেক ও জীবন ধ্বংসের অন্ধকার পথ

নিশ্চয়ই মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অসংখ্য ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এটি একাধারে মানুষের ধ্বংস ও বিনাশের প্রধান কারণ, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর অসন্তুষ্টির উৎস এবং জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়ার এক অন্ধকার পথ। যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: ٢٩]

"আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" (সূরা আন-নিসা: ২৯)

৪. নেশাদ্রব্যের কুফল এবং ঈমানি দুর্বলতা: নবীজির কঠোর বাণী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ]،

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: 'কোনো ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন অবস্থায় তা করে না। আর কোনো মদ্যপায়ী যখন মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় তা করে না।' (বুখারী: ২৪৭৫ মুসলিম: ৫৭)

৫. মাদকাসক্তির সামাজিক পরিণতি: অপরাধ, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনার বাস্তব চিত্র

এই মাদক মানুষের বিবেক ও দ্বীন উভয়কেই ধ্বংস করে দেয়; এর ব্যবহারকারীকে জঘন্য ও নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত করে এবং তাকে সমাজের বুকে এক ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত করে। এটি যে কত বিপুল পরিমাণ অর্থ ধ্বংস করেছে! এর কারণে কত মানুষের সাজানো জীবন ও অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে! কত যুবকের কর্মশক্তি বিলীন হয়েছে এবং কত মূল্যবান সময় অপচয় হয়েছে!

৬. মাদকের সর্বগ্রাসী রূপ: সড়ক দুর্ঘটনা, অপরাধ ও পারিবারিক ট্র্যাজেডি

আপনারা আমাদের চারপাশের সড়ক দুর্ঘটনা, ধর্ষণ এবং চুরির মতো অপরাধগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন–যার সিংহভাগের পেছনে রয়েছে এই মাদকের প্রভাব! এটি কত ছেলে-মেয়েক এতিম করেছে, সমাজে কত শত্রুতার আগুন জ্বালিয়েছে এবং কত সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য আজীবনের কলঙ্ক বয়ে এনেছে! এটি কত মাথাকে অপমানে নিচু করেছে এবং কত আত্মাকে করেছে চরম লাঞ্ছিত! আর এটিই সেই মহাসত্য, যা থেকে ইসলামি শরিয়ত কঠোরভাবে সতর্ক করেছে এবং আমাদের চারপাশের বাস্তব সমাজও এর সত্যতা জোরালোভাবে প্রমাণ করছে।

৭. বিবেক ধ্বংসের আত্মঘাতী পথ এবং ইমাম হাসান বসরীর মূল্যবান বাণী

হে উত্তম চরিত্রের অধিকারী জাতি (উম্মাহ)!

একজন বুদ্ধিমান মানুষ কীভাবে এই মারাত্মক বিষ ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধিগুলোর দিকে পা বাড়াতে পারে, যার ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতি অপরিসীম?

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম হাসান বসরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন:

لَوْ كَانَ الْعَقْلُ يُشْتَرَى لَتَغَالَى النَّاسُ فِي ثَمَنِهِ، فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَشْتَرِي بِمَالِهِ مَا يُفْسِدُهُ

"যদি বুদ্ধি বা বিবেক বাজারে কেনা যেত, তবে মানুষ চড়া দাম দিয়ে হলেও তা কিনত। অথচ বড়ই আশ্চর্য ওই ব্যক্তির ওপর–যে নিজের টাকা খরচ করে এমন জিনিস কেনে যা তার বিবেককেই ধ্বংস করে দেয়!"

৮. মদ সব অপকর্মের মূল (উম্মুল খাবায়েছ): হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ঐতিহাসিক উপদেশ

হে আল্লাহর বান্দাগণ! মানুষ যখনই তার বিবেক হারিয়ে ফেলে, তখনই সে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সীমালঙ্ঘন করে, ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে এবং অবাধ্য হয়ে অন্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। আর এই বিবেকহীনতাই হলো সব মন্দের সমষ্টি এবং সমস্ত বিপদের আসল উৎস।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন:

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ،

"তোমরা মদ সম্পূর্ণ পরিহার করো; কারণ তা হলো সব অপকর্মের মূল (উম্মুল খাবায়েছ)।

৯. বিবেকহীনতার চরম পরিণতি এবং এক আবেদের পতনগাথা

তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ (আল্লাহর ইবাদতকারী) লোক ছিল। এক পথভ্রষ্ট নারী তার প্রতি আসক্ত হলো এবং তার দাসীকে দিয়ে ওই আবেদের কাছে সংবাদ পাঠাল যে, 'আমরা আপনাকে একটি বিষয়ের সাক্ষী থাকার জন্য ডাকছি।'

লোকটি দাসীর সাথে রওনা হলো এবং শেষ পর্যন্ত এক রূপবতী নারীর কক্ষে গিয়ে পৌঁছাল। সেখানে একটি ছোট ছেলে এবং মদের পাত্র রাখা ছিল। নারীটি তখন আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে কোনো সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকিনি; বরং ডেকেছি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য, অথবা এই মদের পাত্র থেকে এক পেয়ালা মদ পান করার জন্য, নতুবা এই বাচ্চাটিকে হত্যা করার জন্য।'

১০. নেশার অন্ধকার ও ঈমানের সংঘাত: যেভাবে একটি পাপ অন্য সব পাপের দুয়ার খোলে

লোকটি মনে মনে ভাবল—ব্যভিচার বা নরহত্যার চেয়ে মদ পান করাই বোধহয় সবচেয়ে ছোট অপরাধ। তাই সে বলল, 'আমাকে এই মদের এক পেয়ালা পান করাও।' সেই নারী তাকে এক পেয়ালা পান করাল। মদ পেটে যেতেই সে নেশার ঘোরে বলল, 'আমাকে আরও দাও।' এরপর সে পুরোপুরি নেশায় চুর হয়ে ওই নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো এবং শেষ পর্যন্ত সেই নিষ্পাপ বাচ্চাটিকেও হত্যা করল!

অতএব, তোমরা মদ থেকে দূরে থাকো। আল্লাহর কসম! মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি খাঁটি ঈমান এবং মদের আসক্তি কখনোই একসাথে জমা হতে পারে না; খুব শীঘ্রই এদের একটি অন্যটিকে অন্তর থেকে বের করে দেবে।" (নাসাঈ: ৫৬৮২)

১১. মদের চেয়েও ভয়ানক মাদক: পঞ্চ-মৌলিক অধিকার ধ্বংসের হাতিয়ার

হে ইসলামি ভাতৃসমাজ! সাধারণ মদের চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক ও নিকৃষ্ট হলো আধুনিক সময়ের বিভিন্ন ধরনের মাদক—তা নানা জাতের ট্যাবলেট (ইয়াবা, ক্যাপ্টাগন ইত্যাদি), শরীর অবশকারী গুঁড়ো পাউডার (হেরোইন, কোকেন) কিংবা নেশাজাতীয় ইনজেকশন যাই হোক না কেন। এগুলো ইসলামের নির্দেশিত মানবজীবনের **প্রধান পাঁচটি মৌলিক অধিকারকে** (الضرورات الخمس) পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়; আর তা হলো—বিবেক, সম্পদ, সম্ভ্রম (ইজ্জত), দ্বীন ও জীবন।

১২. মাদকের সর্বগ্রাসী রূপ ও কুফল: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহর অমূল্য উক্তি

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) এই মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেছেন:

يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (إِنَّ الْحَشِيشَةَ حَرَامٌ، يُحَدُّ مُتَنَاوِلُهَا كَمَا يُحَدُّ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَهِيَ أَخْبَثُ مِنَ الْخَمْرِ؛ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْمِزَاجَ، حَتَّى يَصِيرَ فِي الرَّجُلِ تَخَنُّثٌ وَدِيَاثَةٌ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ، وَأَنَّهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ).

"নিশ্চয়ই ভাঙ বা গাঁজা (সব ধরনের মাদক) হারাম। এটি যে সেবন করবে, তাকে মদপায়ীর মতোই ইসলামি শরিয়তের নির্ধারিত শাস্তি (হদ) দেওয়া হবে। বরং এটি মদের চেয়েও বেশি জঘন্য ও নিকৃষ্ট; কারণ তা মানুষের বিবেক ও স্বভাবকে এমনভাবে বিকৃত ও

ধ্বংস করে দেয় যে, শেষ পর্যন্ত পুরুষের মধ্যে হিজড়াপনা (নারীভাব) এবং দাইয়ূসগিরি (লজ্জাহীনতা ও ইজ্জতের বোধ হারিয়ে ফেলা)-সহ নানাবিধ চারিত্রিক অবক্ষয় দেখা দেয়। উপরন্তু তা মানুষকে আল্লাহর জিকির ও স্মরণ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ করে দেয়।"

আর তাঁর এই মন্তব্য অত্যন্ত বাস্তব ও সঠিক। কেননা শরিয়তে মদ হারাম হওয়ার বিধানের ভেতরেই সব ধরনের মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য হারাম হওয়ার হুকুম শামিল রয়েছে।

১৩. সব ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্যই হারাম: বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকাট্য ঘোষণা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"প্রতিটি নেশাজাতীয় দ্রব্যই মদের সমতুল্য, আর প্রতিটি নেশাজাতীয় দ্রব্যই সম্পূর্ণ হারাম।" (মুসলিম: ২০০৩)

১৪. মাদকাসক্তির মূল কারণসমূহ: তরুণ সমাজ, অফুরন্ত সময় ও প্রাচুয অলস জীবনের কুফল

হে মানবসমাজ!

আমরা যখন এই ভয়াবহ ব্যাধির (মাদকাসক্তির) মূল কারণগুলো অনুসন্ধান করি, তখন দেখতে পাই–এর পেছনে রয়েছে ঈমানের চরম দুর্বলতা এবং মানুষের ওপর শয়তানের পূর্ণ আধিপত্য। আর এর সাথে যখন যুক্ত হয় এক মারাত্মক ও প্রাণঘাতী একাকীত্ব (অলস সময়), অঢেল অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য, অসৎ সঙ্গ, অন্ধ অনুকরণ এবং প্রবৃত্তির লাগামহীন দাসত্ব, তখন তা মানুষকে ধ্বংসের শেষ সীমানায় নিয়ে যায়।

আর এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করেই (আরবি কবি) চমৎকার বলেছেন:

إِنَّ الشَّبَابَ وَالْفَرَاغَ وَالْجِدَهْ   مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَهْ

তারুণ্যের তেজ, অফুরন্ত অবসর আর বিত্তের বিলাস,
মানুষকে ধ্বংসের অতলে টানে, ঘটায় চরম সর্বনাশ।

১৫. সন্তান প্রতিপালনে অবহেলা: পারিবারিক দায়িত্ব ও মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ

আর মাদকাসক্তির অন্যতম আরেকটি কারণ হলো–সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার চরম অবহেলা ও উদাসীনতা। (পিতা-মাতার নজরদারির অভাবে) সন্তানরা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে

বেড়ায় এবং নির্বোধ ও বখাটেদের সংসর্গে বড় হতে থাকে; যার ফলে তারা নিজেদের ও তাদের পরিবারের জন্য ডেকে আনে চরম দুর্ভাগ্য ও অশান্তি।

যেমনটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"আর একজন পুরুষ তার পরিবারের ওপর অভিভাবক, আর সে তার এই অধীনস্থদের (দায়িত্বের) ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারী: ২৪০৯ মুসলিম: ১৮২৯)

১৬. পারিবারিক জবাবদিহিতা এবং মাদকাসক্তদের প্রতি তাওবার আহ্বান

জেনে রাখুন! যে ব্যক্তি মাদকের এই অন্ধকার পঙ্কিলতায় তলিয়ে গেছে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের সামনে হাজির হওয়ার সেই মহাদিবসটির কথা স্মরণ করে। তার উচিত এখনই এই পথ বর্জন করা এবং 'তাওবায়ে নাসূহা' বা খাঁটি তাওবা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়া। কারণ, এই মুহূর্তে ফিরে আসা সম্ভব এবং তাওবার দরজাও উন্মুক্ত রয়েছে।

১৭. অনুতাপের সময় শেষ হওয়ার আগেই ফিরে আসার আহ্বান

তাই সেই সময় আসার অপেক্ষা করো না–যখন তুমি কেবল আফসোস আর যন্ত্রণার সাগরে হাবুডুবু খাবে এবং লজ্জিত হবে; অথচ তখন আর অনুতাপ করে ফিরে আসার কোনো সময় থাকবে না।

১৮. মাদক ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের কঠোর শাস্তি এবং পবিত্র কুরআনের হুঁশিয়ারি

আর আপনারা জেনে রাখুন–আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আপনাদের হেফাজত করুন–

এই মারাত্মক বিষাক্ত মাদকের কারণে যত হাত অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে, যত প্রাণ অকালে ঝরে যাচ্ছে, যত সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে এবং মানুষের স্বাস্থ্যের যত অবনতি ঘটছে–তার পাপের একটি বড় অংশ এই মাদক ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের ওপর বর্তাবে। কারণ, তারা হলো সমাজ ধ্বংসের এককেটি হাতিয়ার; ইবলিস এদেরকে দেশ ও দেশের জনগণকে ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত করেছে। তারা চরম অপরাধী এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই কঠোর শাস্তির উপযুক্ত।

অতএব, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সেই মহান সত্তার কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করে, যিনি কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যারা বিশ্বাসীদের (মুমিনদের) মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।" (সূরা আন-নূর: ১৯)

১৯. সমাজে পাপাচার বিস্তারের কুফল: প্রথম খুতবার সমাপনী ও ক্ষমা প্রার্থনা

এই কঠিন হুঁশিয়ারি তো কেবল তাদের জন্য–যারা সমাজে অশ্লীলতা বা অপরাধের বিস্তার মনে মনে 'পছন্দ' করে; তাহলে যে ব্যক্তি নিজেই এর মূল কারণ (ব্যবসায়ী বা সরবরাহকারী), তার শাস্তির অবস্থা কত ভয়াবহ হবে?!

মহান আল্লাহ আমার এবং আপনাদের জন্য পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে বরকত দান করুন। এবং এই দুইয়ের মাঝে যে হেদায়েত ও প্রজ্ঞা রয়েছে, তা দ্বারা আমাকে ও আপনাদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন।

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْهُدَى وَالْحِكْمَةِ، أَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْأُمَّةِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ.

আপনারা যা শুনলেন আমি তা-ই বলছি এবং আমার জন্য, আপনাদের জন্য ও সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতএব, আপনারা সবাই তাঁর কাছেই ক্ষমা চান; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ার আধার।

দ্বিতীয় খুতবা

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الحَمْدُ لِلَّهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمُصْطَفَاهُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ التَّقْوَى؛ { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا} [الطلاق: ٥]

১. তাকওয়ার অসিয়ত এবং অন্তরের ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করার আহ্বান

সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা, রাসুল ও তাঁর মনোনীত প্রিয়জন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের ওপর এবং যারা তাঁকে ভালোবেসে অনুকরণ করেছে তাদের সবার ওপর।

অতঃপর:

আপনারা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় (তাকওয়া অবলম্বন) করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করে দেন এবং তাকে বড় পুরস্কার দান করেন।" (সূরা আত-তালাক: ৫)

২. মাদকাসক্তি মুক্তির প্রধান হাতিয়ার: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসন

এরপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা জেনে রাখুন যে, মাদকাসক্তদের রক্ষা করার বা বাঁচানোর বহু পথ রয়েছে এবং আল্লাহর প্রশংসায় এর উপায়ও অনেক। তবে এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসূ উপায় হলো–মাদকসেবীর মনের ভেতর ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধকে শক্তিশালী করা।

৩. ঐতিহাসিক মদ্যপান বর্জন এবং সাহাবিদের অনন্য আনুগত্যের দৃষ্টান্ত

এটি সেই ধর্মীয় চেতনা, যা আমরা মদিনার বুকে দেখেছিলাম–যখন মদ হারাম হওয়ার এবং তা বর্জনের নির্দেশনাসম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই মদিনার রাস্তায় মদের নদী বয়ে গিয়েছিল। আর তা ছিল মহান আল্লাহর এই বাণী:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ–এসবই শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, তোমরা এগুলো পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো কেবল এটাই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করুক এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখুক। সুতরাং, তোমরা কি এবার বিরত হবে?" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৯০-৯১)

(এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন মদিনার গলিতে গলিতে ঘোষণা করে দেয়:

أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ

"জেনে রেখো, নিশ্চয়ই মদ চিরতরে হারাম করা হয়েছে।" (বুখারী: ২৪৬৪, মুসলিম: ১৯৮০)

وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَسَّنَهُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: «انْتَهَيْنَا رَبَّنَا»؛ امْتِثَالًا لِنَصِّ الْقُرْآنِ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

ইমাম আহমদের মুসনাদে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে–যার সনদকে শায়খ শুআইব আল-আরনাউত হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন–পবিত্র কুরআনের এই বাণী: 'সুতরাং তোমরা কি এবার বিরত হবে?' শোনার পর সাহাবিরা তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে সমস্বরে বলে উঠেছিলেন: **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা চিরতরে বিরত হলাম।"**

৪. মাদকাসক্তি মুক্তির উপায়: পরিবেশ পরিবর্তন ও সৎ সঙ্গের ভূমিকা

আর মাদকাসক্তদের ফিরিয়ে আনার গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো–তাকে এই পঙ্কিল পরিবেশ (মাদকের আস্তানা) ও অসৎ সঙ্গ থেকে পুরোপুরি দূরে সরিয়ে নেওয়া। এর পাশাপাশি তাকে সমাজের ভালো ও সৎ মানুষদের সাথে মেশার পথ দেখিয়ে

দেওয়া; যারা তাকে তাওবা করতে এবং দ্বীনের ওপর অবিচল (ইস্তেকামাত) থাকতে সাহায্য করবে।

৫. জীবন পুনর্গঠন: অলস সময় দূরীকরণ ও সৎ কাজের মাধ্যমে সংশোধন

এরই সাথে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের অলস সময়গুলোকে বিভিন্ন কল্যাণকর ও উপকারী কাজের মাধ্যমে ভরিয়ে তুলতে হবে। যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তবে যে ব্যক্তি তার অন্যায় করার পর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-মায়েদাহ: ৩৯)

৬. মাদক দমনে স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনবদ্য ভূমিকা এবং নাগরিক দায়িত্ব

হে আল্লাহর বান্দাগণ!

আমরা যেন কোনোভাবেই আমাদের স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভাইদের চমৎকার ও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাগুলোর কথা স্মরণ করতে ভুলে না যাই। যার মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই মারাত্মক বিষাক্ত মাদকের বিস্তার রোধ ও তা নিয়ন্ত্রণে, মাদক কারবারিদের দমনে এবং তাদের ওপর কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োগে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন ও যথাযথ সুচিকিৎসার মাধ্যমে তাদেরকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পালন করছে।

৭. মাদকাসক্তি রোধে তাৎক্ষণিক আইনি পদক্ষেপ ও চিকিৎসা সহায়তার আহ্বান

অতএব, আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এমন কোনো মাদকাসক্তের সন্ধান পান, তবে অবহেলা না করে তাকে এই চিকিৎসা কেন্দ্র বা রিহ্যাবগুলোতে যুক্ত করার জন্য অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন। তাকে মাদক ও নেশার এই ভয়ংকর ঘূর্ণিপাকে ডুবে মরতে দেবেন না।

৮. উম্মাহর কল্যাণ, হেদায়েত এবং দেশের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির সমাপনী মোনাজাত

اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ

وَالمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالمُشْرِكِينَ، وَانْصُرْ دِينَكَ وَكِتَابَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ ﷺ وَعِبَادَكَ المُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، وَوَفِّقِ - اللَّهُمَّ - أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِهُدَاكَ، وَاجْعَلْ أَعْمَالَهُمَا فِي طَاعَتِكَ وَرِضَاكَ، وَاجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا سَخَاءً رَخَاءً، دَارَ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ، وَسَائِرَ بِلَادِ المُسْلِمِينَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আপনার হারামের পরিবর্তে হালাল রিজিক দিয়ে সন্তুষ্ট রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহ দিয়ে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে আমাদের স্বাবলম্বী করে দিন।
হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন এবং তা আমাদের অন্তরে সুশোভিত করুন। আর কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে আমাদের কাছে অপছন্দনীয় করে দিন এবং আমাদের সঠিক পথপ্রাপ্তদের (হেদায়েতপ্রাপ্ত) অন্তর্ভুক্ত করুন।
হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করুন, শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন। আর আপনার দ্বীন, আপনার কিতাব, আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ এবং আপনার মুমিন বান্দাদের বিজয়ী করুন।
হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত মুসলিম নর-নারী এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করে দিন—যাঁরা জীবিত আছেন এবং যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন।
হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আমির (রাষ্ট্রপ্রধান) এবং তাঁর যুবরাজকে আপনার নির্দেশিত সঠিক পথে চলার তাওফিক দান করুন এবং তাঁদের সমস্ত কর্মকে আপনার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির অনুকূলে শামিল করুন।
এই দেশকে (কুয়েত) আপনি নিরাপদ, শান্তিময়, সমৃদ্ধ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিন; একে শান্তি ও ঈমানের আবাস বানিয়ে দিন, এবং মুসলিমদের অন্যান্য সমস্ত দেশের জন্যও একই রূপ ফায়সালা করুন।

খুতবা প্রণয়নে: জুমার নামাযের আদর্শ খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি (কুয়েত)